গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন (১১ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা- ১০০০
www.bkkb.gov.bd

**বিষয়: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুষ্ঠিত ৪০তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী**

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | মোঃ এহছানুল হক, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়<br>ও<br>চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড |
| সভার তারিখ ও সময় | : | ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, রবিবার, বিকাল: ৩:০০ টা |
| স্থান | : | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ |
| উপস্থিতি | : | পরিশিষ্ট-ক |

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক (সচিব) ও বোর্ডের সদস্য সচিব আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

**আলোচ্যসূচি: ০১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩৯তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ:**
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক (সচিব) সভায় অবহিত করেন ৩৯তম বোর্ড সভা ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

**আলোচ্যসূচি: ০২। ৩৯তম বোর্ড সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:**
সভায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ৩৯তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

| ক্রমিক | বিষয় ও আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|---|
| ২.১ | **দিলকুশা বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (বিকেকেবি) ভবন নির্মাণ-শীর্ষক প্রকল্প:**<br>পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত Recast DPP ০৭/১০/২০২৫ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কতিপয় পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।<br>এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জানান যে, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সদয় অনুমোদনের জন্য সার-সংক্ষেপ প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন। Recast DPP অনুমোদনের লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। | Recast DPP অনুমোদনের জন্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। | (ক) মহাপরিচালক (বিকেকেবি);<br>(খ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;<br>(গ) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
| ২.২ | **মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের স্থানে ১৫তলা বিশিষ্ট "মতিঝিল বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ":**<br>"মতিঝিল বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের জনবল নির্ধারণ ও ব্যয় প্রাক্কলনের সম্মতি জ্ঞাপনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। | অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন ও জনবল নির্ধারণের সম্মতি গ্রহণের লক্ষ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | (ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;<br>(খ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;<br>(গ) অতিরিক্ত সচিব |

| ক্রমিক | বিষয় ও আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|---|
| | উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড থেকে একই অর্থবছরে একই সাথে ২টি প্রকল্পের (দিলকুশা বিকেকেবি কল্যাণ ভবন ও মতিঝিল বিকেকেবি কল্যাণ ভবন) প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগ কর্তৃক "দিলকুশা বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (বিকেকেবি) ভবন নির্মাণ"-শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন ও জনবল নির্ধারণ করা হয়। তবে মতিঝিল বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন ও জনবল নির্ধারণের সম্মতি পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন ও জনবল নির্ধারণের সম্মতি গ্রহণের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার ওপর মতামত ব্যক্ত করা হয়। | | (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
| ২.৩ | **চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে ২০ তলা বিশিষ্ট বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প:**<br>স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে বিকেকেবি কল্যাণ ভবনের প্রাপ্ত স্থাপত্য নকশা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ০২/০৭/২০২৫ তারিখে প্রেরণ করা হয় এবং স্থাপত্য নকশার ওপর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ২৯ জুলাই ২০২৫ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার নির্দেশনার আলোকে স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত সংশোধনী নকশা ০৭/১০/২০২৫ তারিখ পুনরায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।<br>প্রাপ্ত নকশার ওপর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ২৮/০১/২০২৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে মর্মে অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন। | স্থাপত্য নকশা অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | (ক) মহাপরিচালক (বিকেকেবি);<br>(খ) প্রধান প্রকৌশলী, স্থাপত্য/ গণপূর্ত অধিদপ্তর;<br>(গ) অতিরিক্ত সচিব (উ:), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
| ২.৪ | **খুলনা বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প:**<br>"খুলনা বিকেকেবি কল্যাণ ভবন" নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ১৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখ গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে পাওয়া যায়। প্রাপ্ত খসড়া ডিপিপিতে প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা প্রতিবেদন না থাকায় তা প্রণয়নের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরকে ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে মর্মে গণপূর্ত অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সভাকে অবহিত করেন। | প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | (ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;<br>(খ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;<br>(গ) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
| ২.৫ | **পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় রেস্টহাউজ কাম রিসোর্ট নির্মাণের জন্য ভূমি বরাদ্দের ব্যবস্থা:**<br>পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় রেস্টহাউজ কাম রিসোর্ট নির্মাণের জন্য কুয়াকাটায় প্রস্তাবিত ০.৬৯ একর খাস জমিতে ০৩টি মামলা চলমান থাকায় প্রস্তাবটি বিবেচনার সুযোগ নেই মর্মে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল ৪টি বিকল্প খাস জমির প্রস্তাব প্রেরণ করেন। জমিগুলোর তফসিল নিম্নরূপ:<br>**ক্রমিক-১**<br>মৌজা: কুয়াকাটা; জে এল নং: ৫; খতিয়ান (বিআরএস): ১; দাগ নম্বর: ২০০১; জমির পরিমাণ: ৫০ শতাংশ | রেস্টহাউজ কাম রিসোর্ট নির্মাণের জন্য নিষ্কন্টক জমি চূড়ান্তভাবে নির্বাচন ও এর উপযোগিতা নির্ণয়ের জন্য বিভাগীয় কমিশনার বরিশাল ও জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী এর প্রতিনিধি এবং বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশালের পরিচালক এর সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি আগামী ০১ মার্চ ২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে। | (ক) বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল;<br>(খ) জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী;<br>(গ) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল |

| ক্রমিক | বিষয় ও আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ৫৭ | ১ | ২০০২ | ১০ শতাংশ |
| | | | মোট | ৬০ শতাংশ |

ক্রমিক-২

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| কুয়াকাটা | ৫৭ | ১ | ৪২৬৬ | ২৭ শতাংশ |
| | ৫৭ | ১ | ৪২৬৭ | ২৯ শতাংশ |
| | ৫৭ | ১ | ৪২৬ | ২৪ শতাংশ |
| | | | মোট | ৮০ ভাংশ |

ক্রমিক - ০৩

| মৌজা | জে ল নং | খতিয়ান (বিআ | দাগ নম্বর | জমি রিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| দক্ষিণ নত চাপলী | ৫৯ | ১ | ৪০২ | ১ একর ৪০ শতক |

ক্রমিক- ০৪

| মৌজা | জে এল নং | খতিয়ান (বিআরএ | দাগ নম্ | জমির পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| দক্ষিণ নতাচাপলী | ৫৯ | ১ | ৪০২ | ৮০ শতাংশ |
| | ৫৯ | ১ | ৩৪ | ৩৫ শতাং |
| | | | মোট | ১ একর ১৫ শতক |

তিনি আরো জানান যে, কুয়াকাটার বিভিন্ন স্পটে বর্ণিত তফসিলের জমিগুলোর মধ্যে ০১ নম্বর নির্বাচিত জমিটিতে বোর্ডের রেস্ট হাউজ কাম রিসোর্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে অধিক উপযোগিতা রয়েছে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিভাগীয় কমিশনার বরিশাল, জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালীর প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশালের পরিচালকসহ মোট ৩ (তিন) সদস্যের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনপূর্বক চূড়ান্তভাবে জমি নির্বাচন ও এর উপযোগিতা নির্ণয় করার বিষয়ে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২.৬ | **বান্দরবান জেলা শহরে কল্যাণ বোর্ডের ১ (এক) একর জমিতে রেস্টহাউস কাম রিসোর্ট নির্মাণ:**<br>বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১(এক) একর জমিতে সীমানা পিলার এবং মালিকানার সাইন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। বান্দরবান গণপূর্ত উপবিভাগ কর্তৃক সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ চলমান থাকা অবস্থায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে একটি রিট মামলায় (মামলা নম্বর ৭১০৫/২০২৫) নির্মাণ কাজে ৬ মাসের স্থিতাবস্থা আদেশ জারি হয়। ফলে সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখা হয়। উক্ত মামলার জারিকৃত স্থিতাবস্থার মেয়াদ ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে শেষ হবে। উল্লেখ্য, বোর্ডকে উক্ত মামলার পক্ষভুক্ত না করায় এবং স্থানীয় সরকারি কৌশুলীর (জিপি) মতামতের ভিত্তিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি- ৯০%। এছাড়া, রেস্টহাউজ কাম রিসোর্ট নির্মাণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে Feasibility Study | গঠিত কমিটিকে ০১ মার্চ ২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। | (ক) জেলা প্রশাসক, বান্দরবান;<br>(খ) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর;<br>(গ) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, বান্দরবান;<br>(ঘ) পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, চট্টগ্রাম;<br>(ঙ) উপপরিচালক (উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা |

| ক্রমিক | বিষয় ও আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|---|
| | মাধ্যমে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন প্রস্তুতের লক্ষ্যে বোর্ডের চট্টগ্রামের পরিচালককে সভাপতি করে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম, জেলা প্রশাসক, বান্দরবান, গণপূর্ত বিভাগ, বান্দরবান, স্থাপত্য অধিদপ্তর এবং বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটিকে আগামী ০১ মার্চ ২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। | | |
| ২.৭ | **রংপুর, ময়মনসিংহ ও বরিশাল এ বোর্ডের নিজস্ব ভবন/ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের জন্য খাস জমি বরাদ্দ/জমি অধিগ্রহণ:** | | |
| | **(ক) রংপুর:** বিভাগীয় কমিশনার রংপুর-কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য ১৫/০৩/২০২৫ তারিখে সভার কার্যবিবরণী এবং ২৩/০৩/২০২৫ তারিখে খাস জমি বন্দোবস্তকরণ/জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বশেষ ০৮/০১/২০২৬ তারিখে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর সভায় জানান যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব ভবন/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের জন্য জমি বরাদ্দের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, রংপুরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরো অবগত করেন, বাংলাদেশ বেতার, রংপুর এর অধিগ্রহণকৃত ভূমি রিজিউম করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে প্রতীকীমূল্যে বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। | (ক) বোর্ডের নিজস্ব ভবন/ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের জন্য বাংলাদেশ বেতার, রংপুর এর অধিগ্রহণকৃত ভূমি রিজিউম করে প্রতীকীমূল্যে বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | (ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;<br>(খ) বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর;<br>(গ) জেলা প্রশাসক, রংপুর;<br>(ঘ) পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, রংপুর |
| | **(খ) ময়মনসিংহ:** ময়মনসিংহ বিভাগীয় সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় বোর্ডের নিজস্ব ভবন, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার, ডরমিটরি ভবন ও স্টাফবাস সেবা এবং বোর্ডের আয়বর্ধক কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২.০০ (দুই) একর জায়গা Land Use Plan এ অন্তর্ভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ও প্রকল্প পরিচালক, ময়মনসিংহ বিভাগের বিভাগীয় সদর দপ্তর স্থাপন প্রকল্প, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ময়মনসিংহ বরাবর ০৬/১১/২০২৫ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বশেষ ০৮/০১/২০২৬ তারিখে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভায় বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ জানান যে, বিভাগীয় সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় ০২ একর ভূমি বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। | (খ) বোর্ডের নিজস্ব ভবন, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার, ডরমিটরি ভবন ও স্টাফবাস সেবা এবং বোর্ডের আয়বর্ধক কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২.০০ (দুই) একর জায়গা Land Use Plan এ অন্তর্ভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | (ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;<br>(খ) বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ;<br>(গ) জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ;<br>(ঘ) পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, ময়মনসিংহ |
| | **(গ) বরিশাল:** বরিশাল সদরের লুকাস কম্পাউন্ডে ০.৩৩ শতাংশ জমির পরিবর্তে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বরিশাল-তালতলি-শায়েস্তাবাদ সড়কের সরকারি হাঁস মুরগীর খামার সংলগ্ন জে.এল, ৪৮ নং আমানতগঞ্জ মৌজার এস.এ. ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত ৭৯৫ নং দাগের ২.০০ (দুই) একর জমি বরাদ্দের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। প্রস্তাবিত ভূমির দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্তের প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে | (গ) ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাব অনুমোদন এর জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | পরিচালক/ উপপরিচালক (উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; |

| ক্রমিক | বিষয় ও আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|---|
| | অনুমোদনের অপেক্ষাধীন রয়েছে। সভায় যোগাযোগ অব্যাহতের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ভূমিটির দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্তকরণে গুরুত্বারোপ করা হয়। | | |
| ২.৮ | **শেরেবাংলা নগরস্থ কমিউনিটি সেন্টার বোর্ডের উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে RAB এর নিকট থেকে বোর্ড এর নিকট হস্তান্তর:**<br>র‍্যাব-২ এর অধীনস্থ ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩ বোর্ডকে অবহিত করেন যে, জাতীয় গুম কমিশন তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত র‍্যাব ব্যাটালিয়নের সকল স্থাপনার কোনরূপ পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন বা বিয়োজন না করার জন্য র‍্যাবকে গুম কমিশন নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম সচিব সভায় উল্লেখ করেন যে, গুম কমিশনের কার্যক্রম সমাপ্তি হয়েছে। অতএব এ বিষয়ে পরবর্তী পদেক্ষপ গ্রহণ করা যায়।<br>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সভাকে অবহিত করেন যে, কমিউনিটি সেন্টারটির চুক্তির মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৫ তারিখ শেষ হয়েছে। বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-০২ এর সাথে বোর্ডের ০১/০৭/২০২৫ হতে ৩০/০৬/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বছরের জন্য শেরেবাংলা নগর কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা ভূতাপেক্ষ অনুমোদন করা যেতে পারে। | (ক) শেরেবাংলা নগর কমিউনিটি সেন্টারটির দখলস্বত্ব বোর্ডের নিকট স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;<br>(খ) র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-০২ এর সাথে বোর্ডের ০১/০৭/২০২৫ হতে ৩০/০৬/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বছরের ভাড়া প্রদানের চুক্তি ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদন দেয়া হয়। | (ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;<br>(খ) মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন। |
| ২.৯ | **চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে প্রবীণ নিবাস (বৃদ্ধাশ্রম) ও সরকারি কর্মচারীর সন্তানদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবাসিক সুবিধা সংবলিত মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ:**<br>১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত বোর্ডের ৩৬তম সভায় চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন জঙ্গল সলিমপুর মৌজায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রবীণ নিবাস ও সরকারি কর্মচারী সন্তানদের জন্য আবাসিক সুবিধা সংবলিত মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের লক্ষ্যে ২০ একর জমি প্রতীকীমূল্যে বরাদ্দ প্রদানের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। উল্লিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৮ জুন ২০২৩ তারিখ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রামের রাজস্ব শাখায় টেলিফোনে জানা যায় জঙ্গল সলিমপুরের সকল জায়গা এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চাহিদাকৃত জায়গা জেলা প্রশাসনের অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে। | বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চাহিদাকৃত ২০ একর জমি প্রতীকীমূল্যে বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | (ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;<br>(খ) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম;<br>(গ) জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম |
| ৩.০০ | **কল্যাণ তহবিল মাসিক চাঁদা ও যৌথবীমা প্রিমিয়াম বৃদ্ধি:**<br>প্রজাতন্ত্রের অসামরিক কাজে নিয়োজিত ১-২০তম গ্রেডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূলবেতনের ১% হারে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা এবং ০.৭০% হারে যৌথবীমা প্রিমিয়াম কর্তনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলেও এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে এ বিষয়ে জাতীয় বেতন কমিশন-২০২৫ এ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।<br>এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, ইতোমধ্যে পে-কমিশন সরকারের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করলেও পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। সভাপতি পে-কমিশনের রিপোর্টের সাথে | পে-কমিশনের রিপোর্টের সাথে সমন্বয় করে মাসিক চাঁদা এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | (ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;<br>(খ) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |

| ক্রমিক | বিষয় ও আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|---|
| | সমন্বয় করে মাসিক চাঁদা এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। | | |
| ৩.০১ | **বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় কর্মচারীগণের মৃত্যুবরণ এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত কারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় আর্থিক অনুদান বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে স্থানান্তর:**<br>মহাপরিচালক, বিকেকেবি বলেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক অসামরিক কর্মে নিয়োজিত কর্মচারীগণের মৃত্যুতে মাসিক কল্যাণ অনুদান, যৌথবীমার এককালীন অনুদান, দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। একই ব্যক্তির অনুকূলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণও চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুতে ৮ লাখ এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত কারণে ৫ লাখ অনুদান প্রদান করে যাচ্ছে। চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুতে ৮ লাখ এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত কারণে ৫ লাখ অনুদান প্রাপ্ত একই ব্যক্তি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড থেকে যৌথবীমা অনুদান, দাফন/ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান, মাসিক কল্যাণ অনুদান থেকেও যথাক্রমে ৩ (তিন) লাখ, ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার ও ৩ (তিন) হাজার টাকা অনুদান প্রাপ্য হন। এক্ষেত্রে আবেদনকারী কল্যাণ বোর্ডের ৩টি আবেদনের (মাসিক কল্যাণ অনুদান, যৌথবীমা অনুদান ও দাফন/ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) সাথে ৮ (আট) লাখ টাকা এবং ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার আবেদন একইসাথে অনলাইনে করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে সকল অনুদান একত্রে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। ফলে আবেদনকারী একত্রে অনুদানের যাবতীয় টাকা প্রাপ্য হবেন।<br>অন্যদিকে, একই ধরণের কাজ বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ায় মৃত কর্মচারীর পরিবার এবং অক্ষম কর্মচারীর পক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজ সংগ্রহে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। একই দপ্তরে একই কাগজপত্র দিয়ে এবং সফটওয়্যারে ১টি আবেদনে উল্লিখিত অনুদানসমূহ একত্রে অনুমোদন প্রদান করা হলে সেবা প্রদান সহজ হবে ও আবেদনকারীগণের ভোগান্তি হ্রাস পাবে। কাজেই, বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় কর্মচারীগণের মৃত্যুবরণ এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত কারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় আর্থিক অনুদান বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে স্থানান্তর করা যৌক্তিক মর্মে প্রতীয়মান হয়। এ পর্যায়ে সভাপতি জনপ্রশাসন, অর্থ বিভাগ এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে ৩১ মার্চ ২০২৬ এর মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশনা প্রদান করেন | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে ৩১ মার্চ ২০২৬ এর মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। | (ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;<br>(খ) অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;<br>(গ) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), অর্থ বিভাগ |

| ক্রমিক | বিষয় ও আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|---|
| ৩.০২ | **বোর্ডের অব্যয়িত অর্থ এফডিআর এর পরিবর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের বন্ড ক্রয়:**<br>বোর্ডের সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মেয়াদী হিসেবের পরিবর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের বন্ড ক্রয় তথা তুলনামূলক বিবরণীর মাধ্যমে ট্রেজারি ব্যাংকে সবচেয়ে বেশী লাভ এবং ঝুঁকি কম এরূপ নিরাপদ বিনিয়োগের জন্য ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রতিনিধি) গঠনপূর্বক প্রতিবেদনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে সদস্যবৃন্দ মতামত প্রদান করে। | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। | (ক) অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;<br>(খ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;<br>(গ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), অর্থ বিভাগ;<br>(ঘ) বিকেকেবি এর প্রতিনিধি |
| ৩.০৩ | **বোর্ডের মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ:**<br>বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রমসমূহে এবং বোর্ডের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ৬টি মামলা চলমান রয়েছে। বোর্ডের স্বার্থ থাকায়/সরকারি স্বার্থ রক্ষায় বর্ণিত মামলাসমূহ অগ্রাধিকারভিত্তিতে দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ও ভবিষ্যতে উদ্ভূত যে কোনো মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ করার বিষয়ে সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি প্রচলিত নিয়মে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। | প্রচলিত বিধিবিধানের আলোকে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড |
| ৩.০৪ | **স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পদ সংরক্ষণ:**<br>বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন "স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি"র জাতীয় বেতন স্কেলে সৃষ্ট ১৭০টি পদ এবং "কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র"র ৭১টি পদসহ সর্বমোট ২৪১টি পদ বছরভিত্তিক সংরক্ষণ (Retention) করা হয়ে থাকে। ৩৬তম বোর্ড সভায় উক্ত ২৪১টি পদ ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত সংরক্ষণের অনুমোদন প্রদান করা হয় যার মেয়াদ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। উল্লিখিত ২৪১টি পদ ০১ জুলাই ২০২৪ হতে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ভূতাপেক্ষভাবে এবং ০১ জুলাই ২০২৫ হতে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন মর্মে মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন। সদস্যবৃন্দ ০১ জুলাই ২০২৪ হতে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ভূতাপেক্ষ এবং ০১ জুলাই ২০২৫ হতে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত নিয়মিত সংরক্ষণ করার বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। | ০১ জুলাই ২০২৪ হতে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ভূতাপেক্ষ এবং ০১ জুলাই ২০২৫ হতে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত পদসমূহ নিয়মিত সংরক্ষণ অনুমোদন করা হয়। | মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড |
| ৩.৫ | **ভাড়াকৃত বিআরটিসি স্টাফবাসের ভাড়া এবং স্টাফবাসের যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত:**<br>**ভাড়াকৃত বিআরটিসি স্টাফবাসের ভাড়া বৃদ্ধি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি সভায় উল্লেখ করেন যে, সরকার কর্তৃক দফায় দফায় জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও গাড়ির যন্ত্রাংশের মূল্য, রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিআরটিসির চাহিদার প্রেক্ষিতে ৩৩তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্বশেষ জুলাই/২০২২ সালে বিআরটিসি থেকে ভাড়াকৃত বাসের ভাড়া ২৫% বৃদ্ধি করা হয়েছিল। পূর্বের তুলনায় গাড়ির যন্ত্রাংশ, টায়ার, ব্যাটারি ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধিসহ মেইনটেন্যান্স খরচ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ভাড়ায় পরিচালিত বিআরটিসি'র স্টাফবাসসমূহ | ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব অধিকতর যাচাইয়ের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ, বিআরটিএ, বিআরটিসি এবং বোর্ডের প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে ২৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। | (ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;<br>(খ) অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি;<br>(গ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ;<br>(ঘ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি |

| ক্রমিক | বিষয় ও আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|---|
| | পূর্ব নির্ধারিত ভাড়ায় লোকসানে পরিচালিত হচ্ছে। বিআরটিসি'র স্টাফবাস ভাড়া বৃদ্ধি করা না হলে অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে অথবা পূর্বের ন্যায় স্টাফবাসে যাতায়াতের আদায়কৃত ভাড়া ২৫% বৃদ্ধি করতে হবে।<br>এ প্রসঙ্গে মহাপরিচালক, বিকেকেবি বলেন যে, স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রধান কার্যালয় ঢাকাতে প্রয়োজনীয় স্টাফবাসের ঘাটতি থাকায় বিআরটিসি থেকে ৪৪টি গাড়ি ভাড়া করে পরিবহন সেবা অব্যাহত রাখা হয়েছে। ভর্তুকির পরিমাণে সামঞ্জস্যতা রেখে বিআরটিসি'র বাসের ভাড়া ২৫% এর স্থলে ২০% বৃদ্ধির প্রস্তাব জুলাই ২০২৬ থেকে কার্যকর করা যেতে পারে।<br>**স্টাফবাসের যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধি:** মহাপরিচালক, বিকেকেবি সভাকে অবহিত করেন যে, স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির যানবাহন দ্বারা সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিবহণ সেবা প্রদান করা হয়। বর্তমানে এটি সরকারের একটি কল্যাণমুখী কার্যক্রম হিসেবে বড় বাস প্রতি কিলোমিটার ০.৬২৫ টাকা এবং মিনিবাস প্রতি কিলোমিটার ১.২৫ টাকা ভাড়া হিসেবে যাত্রীদের নিকট থেকে ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। এছাড়া, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ভাড়া প্রদান বাবদ বড় বাস প্রতি কিলোমিটার ১২৫/- টাকা, মিনিবাস প্রতি কিলোমিটার ১৫৬.২৫ টাকা, হল্টেজ চার্জ ১২ ঘন্টা পর্যন্ত ৬০০/- টাকা, ১২ ঘন্টার উর্দ্ধে হলে প্রতি ঘন্টার জন্য অতিরিক্ত ১০০/- টাকা এবং গাড়িচালক, বাস হেলপার ও মেকানিকের সম্মানী বাবদ ১,২০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লিখিত ভাড়া, হল্টেজ চার্জ ও কর্মচারীদের সম্মানী ৩৩তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জুলাই/২০২২ হতে বর্তমান পর্যন্ত কার্যকর রয়েছে। বর্তমানে পূর্বের তুলনায় গাড়ির যন্ত্রাংশ, টায়ার, ব্যাটারি ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধিসহ মেইনটেন্যান্স খরচ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে স্টাফবাসসমূহের পরিচালন ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই স্টাফবাসে যাতায়াতকারী যাত্রীভাড়া ও সামাজিক অনুষ্ঠানে বর্তমানে গাড়ির ভাড়ার সাথে অতিরিক্ত ২০% বৃদ্ধি করা যেতে পারে।<br>উভয়পক্ষের ভাড়ার বৃদ্ধির প্রস্তাব অধিকতর যাচাইয়ের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ, বিআরটিএ, বিআরটিসি এবং বোর্ডের প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করে। | | |
| ৩.০৬ | **বিভিন্ন শূন্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ:**<br>**স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি:**<br>বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির অধীন পরিচালিত প্রায় ৩৫টি বাস ও ১৩টি মিনিবাসের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পরিবহন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির মোট অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১৭০টি। বর্তমানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা ১০০ এবং শূন্য পদের সংখ্যা ৭০টি (সুপারভাইজার- ০১টি, মেকানিক-০৩টি, সহকারি মেকানিক-০২টি, গাড়িচালক-৩২টি, মেকানিক হেলপার-০৫টি, বাস হেলপার-২১টি ও দারোয়ান এর ০৬টি সহ মোট ৭০টি)।<br>**কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:** | আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় শূন্য পদের সেবা ক্রয় করতে হবে। | মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড |

| ক্রমিক | বিষয় ও আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|---|
| | ৩২টি, মেকানিক হেলপার-০৫টি, বাস হেলপার-২১টি ও দারোয়ান এর ০৬টি সহ মোট ৭০টি)।<br>**কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:**<br>সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ওপর নির্ভরশীল সদস্যদের কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৫২ সালে "মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" চালু করা হয়। বর্তমানে ঢাকাসহ ০৫টি বিভাগীয় কার্যালয়ে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আওতায় ০৩ ও ০৬ মাস মেয়াদি বিভিন্ন ট্রেড কোর্স চালু রয়েছে। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মোট অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৭১টি। বর্তমানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা ২৯ জন। অপরদিকে ৪২টি পদ শূন্য রয়েছে।<br>স্টাফবাস সার্ভিস এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি একটি কর্মসূচি, যা বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত নয়। এ কর্মসূচির বিদ্যমান জনবল বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত করার জন্য ইতোমধ্যে Contempt মামলা চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় শূন্য পদের সেবা ক্রয় করার বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়। | | |
| ৩.০৭ | **বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিসের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিআরটিসি'র সাথে সমঝোতা স্মারক (MOU) সম্পাদন:**<br>বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রধান কার্যালয় ঢাকাতে নিজস্ব ৩৫টি বড় বাস ও ১৩টি মিনিবাস রয়েছে। বাসগুলো দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ায় অধিকাংশ বাস/মিনিবাসের মেরামত কাজ আবশ্যক।<br>মহাপরিচালক, বিকেকেবি বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে মেরামত কাজ সম্পাদনে সরকারি অর্থের যথোপযুক্ত ব্যবহার, কাজের গুণগত মান বজায় রাখার নিমিত্ত বোর্ডের স্টাফবাসসমূহের মেরামত কাজ বিআরটিসি'র কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা থেকে সম্পাদন করা সমীচীন হবে।<br>বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিস কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিআরটিসি'র সাথে বোর্ডের জি টু জি পদ্ধতিতে সমঝোতা স্মারক (MOU) সম্পাদন করার বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন। | বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিস কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিআরটিসি'র সাথে বোর্ডের জি টু জি সমঝোতা স্মারক (MOU) সম্পাদন করতে হবে। | (ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;<br>(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি |
| ৩.০৮ | **চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে ২১.৪৫ শতাংশ পরিত্যক্ত বাড়ি প্রতীকীমূল্যে স্থায়ীভাবে বরাদ্দ/বিক্রয়:**<br>মহাপরিচালক (সচিব), বিকেকেবি সভায় অবগত করেন যে, পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড (এপিএমবি) চট্টগ্রাম এর ১৭৮তম সভায় জেলা আবাসন বোর্ড, চট্টগ্রাম এর নিয়ন্ত্রণাধীন চট্টগ্রাম জেলার পাঁচলাইশ থানাধীন পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজায় অবস্থিত একতলা বিশিষ্ট তালিকাভুক্ত পরিত্যক্ত বাড়ি নম্বর-৩৫/এ-২, রোড নং-০১ নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম (গেজেট পৃষ্ঠা নং-৯৭৬২ (১০৫), ক্রমিক নং-২১৬, মূল ভবন ২৪৮.৩২ বর্গমিটার, একটি রাস্তা ৮৭.৭০ বর্গমিটার, সীমানা প্রাচীর ১৩২.৭০ বর্গমিটার ও ড্রেন ৪৪.৩৪ বর্গমিটার এবং বাস্তব জমির পরিমাণ ২১.৪৫ শতাংশ) বাংলাদেশ কর্মচারী | পরিত্যক্ত বাড়িটি প্রতীকীমূল্যে অথবা খাস হিসেবে বোর্ডের অনুকূলে স্থায়ীভাবে বরাদ্দ অথবা মৌজামূল্যে ক্রয় করা যায় কিনা সে বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম মতামত প্রদান করবেন। | (ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;<br>(খ) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম |

| ক্রমিক | বিষয় ও আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|---|
| | কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে ১,০০,০০১/- (এক লাখ এক) টাকা প্রতীকীমূল্যে স্থায়ীভাবে বরাদ্দ/বিক্রয় প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।<br>সে পরিপ্রেক্ষিতে, বর্ণিত প্রস্তাবটি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে উক্ত পরিত্যক্ত বাড়ির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাড়িটি চট্টগ্রামের অভিজাত এলাকা নাসিরাবাদে অবস্থিত বিধায় উক্ত বাড়িতে বোর্ডের আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে। সেক্ষেত্রে আলোচ্য পরিত্যক্ত বাড়িটি বোর্ডের অনুকূলে প্রতীকীমূল্যে অথবা খাস হিসেবে বোর্ডের অনুকূলে স্থায়ীভাবে বরাদ্দ অথবা মৌজামূল্যে ক্রয় করা যায় কিনা সে বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রামের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে। | | |
| ৩.০৯ | **মাসিক কল্যাণ অনুদানের সফটওয়্যার ও সোনালী ব্যাংকের 'অনলাইন ডিডিপি পেমেন্ট সফটওয়্যার' এর মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন, কল্যাণ অনুদান API Link এর মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকে প্রেরণ এবং রিকনসাইল প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্নকরণ:**<br>বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অক্ষম ও কর্মরত অবস্থায় কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে অনধিক ১৫ (পনের) বছর এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসরের পর ১০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে মৃত্যুর তারিখ হতে ১০ বছরের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩,০০০/- (তিন হাজার) হারে ধারাবাহিকভাবে মাসিক কল্যাণ অনুদান প্রদান করা হয়।<br>প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তে ১ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে মাসিক কল্যাণ অনুদান প্রদানের আদেশনামা কার্ডের পরিবর্তে সফটওয়্যারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্যসংবলিত আদেশ Welfare Grants Order জারিপূর্বক সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় ও সেবাগ্রহীতাগণকে সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে প্রতি মাসে আদেশনামা কার্ড নিয়ে স্বশরীরে ব্যাংকে উপস্থিত হওয়া ও ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক আদেশনামা কার্ডে স্বাক্ষর প্রদান, কার্ডটি ১৫ বছরব্যাপি সংরক্ষণ করার প্রয়োজন নেই এবং কার্ড হারানো বা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই। এতে সেবাগ্রহীতাগণের ভোগান্তি কমেছে, কর্মঘন্টা ও ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে। বর্তমানে বোর্ডের কল্যাণ অনুদানের সফটওয়্যার ও সোনালী ব্যাংকের 'অনলাইন ডিডিপি পেমেন্ট সফটওয়্যার'এর সাথে API Link এর মাধ্যমে আন্তঃসংযোগ (Inter-connected) স্থাপন করা হয়েছে। ০১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে API Link এর মাধ্যমে কল্যাণ অনুদানের অনুমোদিত Welfare Grants Order সোনালী ব্যাংকে প্রেরণ করা হচ্ছে। ফলে উক্ত আদেশের তথ্যাবলি সোনালী ব্যাংক কর্তৃক সফটওয়্যারে ম্যানুয়ালি ডাটা এন্ট্রির প্রয়োজন হচ্ছেনা, কল্যাণ বোর্ডের সফটওয়্যার হতে সোনালী ব্যাংকের সফটওয়্যারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হচ্ছে (Inter-connected)। অপর একটি API Link এর মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক থেকে প্রতি মাসে কল্যাণ অনুদানের অর্থ | মাসিক কল্যাণ অনুদানের সফটওয়্যার ও সোনালী ব্যাংকের 'অনলাইন ডিডিপি পেমেন্ট সফটওয়্যার' এর মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন, কল্যাণ অনুদান API Link এর মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকে প্রেরণ এবং রিকনসাইল প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করার বিষয়টি ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদন করা হয়। | মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড |

<table>
<tr><th>ক্রমিক</th><th>বিষয় ও আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td>সেবাগ্রহীতাগণের ব্যাংক হিসাবে Online Transfer এর মাধ্যমে প্রেরণের পর বোর্ডের সফটওয়্যারে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হবে। যার মাধ্যমে Real Time Reconciliation করা সম্ভব হবে।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৩.১০</td><td>চিকিৎসা অনুদান সংক্রান্ত কমিটির সম্মানী বৃদ্ধিকরণ ও সাপোর্ট স্টাফদের জন্য সম্মানী নির্ধারণ (ভূতাপেক্ষ অনুমোদন):<br>দীর্ঘদিন ধরে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদানের যথাক্রমে বাছাই কমিটি, ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের বাছাই কমিটি, উপকমিটি'র সম্মানীর হার অপরিবর্তিত থাকায় এবং বর্তমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় তা অপ্রতুল বিবেচিত হওয়ায় সম্মানীর হার যৌক্তিকভাবে পুনর্নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এছাড়া, কমিটিসমূহের কার্যক্রম সুষ্ঠু, সময়োপযোগী ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে যেসব সাপোর্ট স্টাফ নিয়মিতভাবে সভা আয়োজন, নথি প্রস্তুত, আবেদন উপস্থাপন ও অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রমে নিরলসভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকেন, তাদের জন্য এতদিন কোনো সম্মানীর ব্যবস্থা না থাকায় তাদের শ্রম ও অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভবপর হচ্ছিল না।<br>বর্ণিত বিষয়সমূহ ছাড়াও দীর্ঘ দিন যাবৎ চিকিৎসার সম্মানী প্রদানের হার অপরিবর্তিত থাকায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ (সংশোধন-২০১৮)-এর ধারা ২৫ অনুযায়ী চেয়ারম্যান এর বিশেষ ক্ষমতাবলে উক্ত প্রস্তাব অনুমোদনের প্রক্ষিতে ইতোমধ্যে নিম্নরূপ হারে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:
<table>
<tr><th>অনুদানের নাম</th><th>কমিটির নাম</th><th>পূর্বের সম্মানীর হার (সদস্য প্রতি)</th><th>পরিবর্তীত সম্মানীর হার (সদস্য প্রতি)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান (প্রধান কার্যালয়)</td><td>ব্যবস্থাপনা কমিটি</td><td>৫,০০০/-</td><td>৭,৫০০/-</td></tr>
<tr><td>বাছাই কমিটি</td><td>৫,০০০/-</td><td>৬,০০০/-</td></tr>
<tr><td>সাপোর্ট স্টাফ (সর্বোচ্চ ২ জন)</td><td>-</td><td>২,০০০/-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">সাধারণ রোগের চিকিৎসা অনুদান (প্রধান কার্যালয়)</td><td>উপ কমিটি</td><td>৫,০০০/-</td><td>৬,০০০/-</td></tr>
<tr><td>বাছাই কমিটি</td><td>৩,০০০/-</td><td>৪,০০০/-</td></tr>
<tr><td>সাপোর্ট স্টাফ (সর্বোচ্চ ০২ জন)</td><td>-</td><td>২,০০০/-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">সাধারণ রোগের চিকিৎসা অনুদান (বিভাগীয় কার্যালয়)</td><td>উপ কমিটি</td><td>৩,০০০/-</td><td>৪,০০০/-</td></tr>
<tr><td>বাছাই কমিটি</td><td>২,০০০/-</td><td>৩,০০০/-</td></tr>
<tr><td>সাপোর্ট স্টাফ (সর্বোচ্চ ০২ জন)</td><td>-</td><td>১,০০০/-</td></tr>
</table>
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ (সংশোধন-২০১৮)-এর ধারা ২৫ অনুযায়ী চেয়ারম্যান এর বিশেষ ক্ষমতাবলে চিকিৎসা অনুদান সংক্রান্ত কমিটিসমূহের সম্মানী বৃদ্ধিকরণ এবং সাপোর্ট স্টাফদের জন্য সম্মানী নির্ধারণ সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদন করা হয়।</td><td>বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ (সংশোধন-২০১৮)-এর ধারা ২৫ অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক চিকিৎসা অনুদান সংক্রান্ত কমিটিসমূহের সম্মানী বৃদ্ধিকরণ এবং সাপোর্ট স্টাফদের জন্য সম্মানী নির্ধারণ সংক্রান্ত গৃহীত সিদ্ধান্তটি ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদন করা হয়।</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্রমিক</th><th>বিষয় ও আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>৩.১১</td><td>বোর্ড সভার সম্মানী এবং শিক্ষাবৃত্তি কমিটির সম্মানী বৃদ্ধি:<br>যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সভাকে অবহিত করেন যে, দীর্ঘদিন ধরে বোর্ড সভার সম্মানী বৃদ্ধি করা হয়নি। বর্তমানে বোর্ড সভার সম্মানী ৫,০০০/- টাকা প্রদান করা হচ্ছে, যা বর্তমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় অপ্রতুল। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্মসচিব বোর্ড সভার সম্মানী ১০,০০০/- বৃদ্ধি করার জন্য প্রস্তাব করেন।<br>বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক বলেন, শিক্ষাবৃত্তি সংক্রান্ত বাছাই এবং উপকমিটি রয়েছে। এ কমিটির সদস্যদের জন্যও সম্মানী দীর্ঘদিন যাবত বৃদ্ধি করা হয়নি। কাজেই এ কমিটির সম্মানী নিম্নরূপ হারে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন:
<table>
<tr><th>অনুদানের নাম</th><th>কমিটির নাম</th><th>পূর্বের সম্মানীর হার (সদস্য প্রতি)</th><th>পরিবর্তীত সম্মানীর হার (সদস্য প্রতি)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">শিক্ষা বৃত্তি অনুদান</td><td>উপ কমিটি</td><td>৫,০০০/-</td><td>৬,০০০/-</td></tr>
<tr><td>বাছাই কমিটি</td><td>৩,০০০/-</td><td>৪,০০০/-</td></tr>
<tr><td>সাপোর্ট স্টাফ (সর্বোচ্চ ২ জন)</td><td>-</td><td>২,০০০/-</td></tr>
</table></td><td>(ক) বোর্ড সভার সম্মানী ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা থেকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকায় উন্নীত করার সুপারিশ করা হয়;<br>(খ) শিক্ষাবৃত্তি সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সম্মানী ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকার স্থলে ৪,০০০/- টাকা (চার হাজার) এবং উপকমিটির সম্মানী ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার স্থলে ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকায় বৃদ্ধি সুপারিশ করা হয়।</td><td>(ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;<br>(খ) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়</td></tr>
<tr><td>৩.১২</td><td>সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) সন্তানদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন:<br>সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) সন্তানদের জন্য সেবা ও অনুদান কেন্দ্র বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে গাজীপুরে দক্ষিণ পানিসাইল মৌজার ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত এসএ-২৮ আরএস-৫৪ দাগে ৩.৩৪২৫ একর এবং এসএ-৩৯ আরএস-৫৬ দাগে ০.৩৬ একর সর্বেমাট ৩.৭০২৫ একর চালা শ্রেণির জমি ১০,০০১/- (দশ হাজার এক টাকা) প্রতীকী মূল্যে ১৫/০৬/২০২২ তারিখ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা এর অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত লীজ দলিল (রেজিস্ট্রেশন) সম্পাদন করা হয়।<br>বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ভূমিটির সীমানা প্রাচীর না থাকায় অবৈধ দখলদার কর্তৃক জমি বেদখলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কাজেই জমিটি সুরক্ষার জন্য সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও গেট স্থাপন করার জন্য ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে গণপূর্ত অধিপ্তরের মাধ্যমে যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনা হয়।</td><td>বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ভূমি সুরক্ষার জন্য সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও গেট স্থাপন করার জন্য ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে গণপূর্ত অধিপ্তরের মাধ্যমে যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করতে হবে।</td><td>(ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;<br>(খ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।</td></tr>
<tr><td>৩.১৩</td><td>কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ঢাকার মতিঝিলসহ চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা এবং বরিশালে ০৫টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ কার্যকর করতে বিভাগীয় কমিশনারগণ নিয়মিত পরিদর্শনসহ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করার বিষয়ে সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।</td><td>কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ কার্যকর করতে বিভাগীয় কমিশনারগণ নিয়মিত পরিদর্শনসহ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।</td><td>বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/ খুলনা/ বরিশালে</td></tr>
</table>

| ক্রমিক | বিষয় ও আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|---|
| ৩.১৪ | **বিবিধ আলোচনা:**<br>সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, সভায় বলেন, আজ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক (সচিব) মিজ তসলিমা কানিজ নাহিদার শেষ বোর্ড সভা। বোর্ডের কাজে অনন্য অবদান রাখায় সভাপতি মহাপরিচালককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। | মিজ তসলিমা কানিজ নাহিদা, মহাপরিচালক (সচিব)-কে বোর্ডের কাজে অনন্য অবদান রাখায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। | বোর্ড সভার সকল সদস্য |

৪.০। সভাপতি বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ এহছানুল হক
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।